বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন ঃ ২০১৩-২০১৪

প্রথম খণ্ড

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর ঃ ২০১২-২০১৩

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	মুখবন্ধ	
২	প্রথম অধ্যায়	১
৩	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৪
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৫
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৫
	অডিটের সুপারিশ	৫
৪	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-২২
৫	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	২২
৬	অনুচ্ছেদভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খণ্ড

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট এর আওতাধীন বিভিন্ন সার্কেল, কাস্টম হাউজ বেনাপোলসহ অন্যান্য অফিসের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পূনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ১৪ টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের মূখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

১০ বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

তারিখঃ ----------

২৩ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

স্বাক্ষরিত

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ

অনুঃ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকার পরিমাণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও নতুন করে মূল্য ঘোষণা না দিয়ে রেয়াত গ্রহণ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৮,৫১,৩৫,২৮০/-	৯
২.	প্রকৃত উৎপাদন অপেক্ষা কম উৎপাদন প্রদর্শন করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১২,১৭,৫৯,৪৫৯/-	১০
৩.	বার্জার পেইন্টস (বাংলাদেশ) লিঃ এর সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট কম প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২৬৭,৯৯,২৯,৬৯২/-	১১
৪.	নির্ধারিত হারে মূসক আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৪,৯৮,৮৭,২০৬/-	১২
৫.	মেসার্স আলম সুপার এডিবল অয়েল লিঃ কর্তৃক অনিয়মিতভাবে রেয়াত গ্রহণ।	৪,৭৩,৪৪,২৮৯/-	১৩
৬.	আমদানিকৃত/ক্রয়কৃত উপকরণ ক্রয় রেজিষ্টারে এন্ট্রি না করে পণ্য উৎপাদনে আনায় রাজস্ব ক্ষতি।	৭৬,৮৫,৬৫০/-	১৪
৭.	মূল্য ঘোষণাপত্র (মূসক-১) এ অন্যান্য উপকরণ ব্যয়ের সাথে অন্তর্ভুক্ত না থাকা সত্ত্বেও রেয়াত গ্রহণ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২৩,১১,৭৯০/-	১৫
৮.	ব্যান্ড রোল ব্যবহারে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত ব্যান্ডরোল অপচয় (১% এর স্থলে ২%) প্রদর্শন করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৪৪,২৩,৯১০/-	১৬
৯.	সঠিক এইচ এস কোডে পণ্য শুল্কায়ন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৩২,০৬,৬৩০/-	১৭
১০.	মূল্য ঘোষণা ব্যতিরেকে রেয়াত গ্রহণ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১,৫৯,৫৯,৫৮১/-	১৮
১১.	সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহণকারী কর্তৃক উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১,৩১,৯৭,৪৭২/-	১৯
১২.	সংবিধানের ১২৮ (১) ধারার ব্যত্যয় ঘটিয়ে ১১৩টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূল্য সংযোজন কর আদায়ের স্বপক্ষে রেকর্ডপত্র নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি।	--	২০
১৩.	মূসক এবং উৎসে মূসক কম আদায় করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১,১৬,৭৩,০২৩/-	২১
১৪.	০১ (এক) লক্ষ টাকার উর্দ্ধে বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং/ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার না করে রেয়াত গ্রহণ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২,৫৬,২২,৪৩৯/-	২২
	সর্বমোট	৩০৬,৮১,৩৬,৪২১/-	

অডিট বিষয়ক তথ্য ঃ

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর	ঃ	২০১২-২০১৩
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	ঃ	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট এর আওতাধীন বিভিন্ন সার্কেল, কাস্টম হাউজ বেনাপোলসহ অন্যান্য অফিস।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ	নিয়মানুগ অডিট।
নিরীক্ষার সময়	ঃ	০৯-০৯-২০১৩ হতে ৩০-১৬-২০১৪ খ্রিঃ।
নিরীক্ষা পদ্ধতি	ঃ	▪ রাজস্ব আদায়ের এসেসমেন্ট সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সরেজমিনে যাচাই। ▪ রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত অন্যান্য রেকর্ডপত্র সরেজমিনে যাচাই। ▪ কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে আলোচনা।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান	ঃ	মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

আলোচ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে নিম্নোক্ত বিষয়ে শৈথিল্য পরিলক্ষিত হয়েছে।

- বিধি মোতাবেক রেয়াত গ্রহণ করা হয়নি।
- সরকারের প্রাপ্তি কোষাগারে জমা করা হয়নি।
- ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দুর্বল মূল্যায়ন ও তদারকি।
- দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- ক্ষেত্র বিশেষে কাস্টমস এ্যাক্ট ১৯৬৯, আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪, মূল্য সংযোজন আইন ১৯৯১ ও মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা ১৯৯১ এর বিধিবিধান পরিপালন না করা।
- সুশৃঙ্খল আর্থিক ব্যবস্থার দুর্বলতা।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দুর্বল মূল্যায়ন ও তদারকি।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।

অডিটের সুপারিশঃ

- সরকারের আর্থিক বিধিবিধান যথাযথভাবে পরিপালন নিশ্চিত করা আবশ্যক।
- অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম এবং নিয়োগ বিধি বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা আবশ্যক।
- অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আদায় নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- সরকারি প্রাপ্তি কোষাগারে জমা নিশ্চিত করা আবশ্যক।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তদারকি জোরদার করা প্রয়োজন।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জোরদার করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং-০১।

শিরোনাম	ঃ	উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও নতুন করে মূল্য ঘোষণা না দিয়ে রেয়াত গ্রহণ করায় ৮,৫১,৩৫,২৮০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।
বিবরণ	ঃ	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ২৬টি কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট সার্কেলের ২০১২-২০১৩ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও নতুন করে মূল্য ঘোষণা না দিয়ে রেয়াত গ্রহণ করায় ৮,৫১,৩৫,২৮০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্টে- ১/১-১/২৬ তে প্রদত্ত হলো।]
অনিয়মের কারণ	ঃ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং- ১(২) মূসক বাস্তঃ পণ্য/২০০৪/৭৯ (৭) তাং-৪-৫-২০০৬ খ্রিঃ এবং মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর ধারা ৯ এর উপধারা-১ এবং ৫(২) ও বিধি ৩ অনুযায়ী উপকরণের মূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে কোন পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন হলে নতুনভাবে মূল্য ঘোষণা দাখিল করার বিধান রয়েছে। এক্ষেত্রে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নতুনভাবে মূল্য ঘোষণা প্রদান না করার কারণে বিক্রয় পর্যায়ে নীট মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে এবং অনিয়মিতভাবে ৮,৫১,৩৫,২৮০/- টাকা অতিরিক্ত উপকরণ কর রেয়াত গৃহীত হয়েছে।
ফলাফল	ঃ	রাজস্ব ক্ষতি।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব স্বীকৃতিমূলক। তবে এ পর্যন্ত টাকা আদায়ের কোন প্রমাণক নিরীক্ষায় প্রেরণ করা হয়নি। কারণ আপত্তির বিবরণ অনুযায়ী আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক। সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৯-০৯-২০১৩খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-১০-২০১৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র পাঠানো হয়েছে। পরবর্তীতে ১০-০৭-২০১৪খ্রিঃ তারিখ হতে ০৪-০৩-২০১৫খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২-১১-২০১৪খ্রিঃ তারিখ হতে ০৮-০৪-২০১৫খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা- সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ৮,৫১,৩৫,২৮০/- (টাকা আট কোটি একান্ন লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার দুইশত আশি) টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-০২।

শিরোনাম	ঃ	**প্রকৃত উৎপাদন অপেক্ষা কম উৎপাদন প্রদর্শন করায় ১২,১৭,৫৯,৪৫৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**
বিবরণ	ঃ	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ১১টি কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট সার্কেলের ২০১২-২০১৩ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকৃত উৎপাদন অপেক্ষা কম উৎপাদন প্রদর্শন করায় ১২,১৭,৫৯,৪৫৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট- ২/১-২/১১ তে প্রদত্ত হলো।]
অনিয়মের কারণ	ঃ	মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা/১৯৯১ এর বিধি-৩ উপবিধি-১ মোতাবেক উপকরণ-উৎপাদন সম্পর্ক বা মূল্য ঘোষণা ফরম মূসক-১ এ মূল্য ভিত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা প্রদান করা হয় এবং ঘোষণা মোতাবেক উপকরণ/কাঁচামালের ব্যবহারের স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারিত হয়। কিন্তু সে মোতাবেক ব্যবহার প্রদর্শন করা হয়নি। অর্থাৎ মূল্য ঘোষণা অনুযায়ী যে পরিমাণ উৎপাদন প্রদর্শন করা উচিত ছিল তার চেয়ে কম উৎপাদন প্রদর্শন করে ভ্যাট কম প্রদান করা হয়েছে । ফলে ১২,১৭,৫৯,৪৫৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
ফলাফল	ঃ	রাজস্ব ক্ষতি।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কারণ আপত্তির বিবরণ অনুযায়ী আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক। সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৯-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-১০-২০১৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র পাঠানো হয়েছে। পরবর্তীতে ১০-০৭-২০১৪খ্রিঃ তারিখ হতে ০৪-০৩-২০১৫খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২-১১-২০১৪খ্রিঃ তারিখ হতে ০৮-০৪-২০১৫খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা- সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ১২,১৭,৫৯,৪৫৯/- (টাকা বার কোটি সতের লক্ষ উনষাট হাজার চারশত উনষাট) টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-০৩।

শিরোনাম	ঃ	**বার্জার পেইন্টস (বাংলাদেশ) লিঃ এর সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট বাবদ ২৬৭,৯৯,২৯,৬৯২/- টাকা কম প্রদান প্রসঙ্গে।**
বিবরণ	ঃ	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট, কালুরঘাট সার্কেল, চট্টগ্রাম এর ২০১১-২০১২ এবং ২০১২-২০১৩ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বার্জার পেইন্টস (বাংলাদেশ) লিঃ এর দাখিলপত্র, ক্রয় ও বিক্রয় রেজিস্টার, চলতি হিসাব রেজিস্টার, মূল্য ঘোষণা ইত্যাদি চাওয়া হলেও রাজস্ব আদায় বিবরণী সরবরাহ করা হয়। উহাতে দেখা যায় নীট সেল অনুযায়ী সরকার নির্ধারিত হারে সম্পূরক শুল্ক ও মূসক বাবদ ২৬৭,৯৯,২৯,৬৯২/- টাকা কম প্রদান করা হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "৩" তে দ্রষ্টব্য।]
অনিয়মের কারণ	ঃ	মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর ২৪ক ধারা এবং আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ১৬৩ এর উপধারা ৩ এর ক্লজ (এম) অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক হিসাব বিবরণী পরীক্ষা করা হয়। উহাতে দেখা যায় কালুরঘাট ভ্যাট সার্কেলে যে পরিমাণ মূসক ও সম্পূরক শুল্ক প্রদান করা হয়েছে তা নীট সেল অনুযায়ী ২৬৭,৯৯,২৯,৬৯২/- টাকা কম প্রদান করা হয়েছে।
ফলাফল	ঃ	রাজস্ব ক্ষতি।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	প্রাথমিক জিজ্ঞাসাপত্র ২৩-১১-২০১৩খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় অফিস প্রধানের নিকট উপস্থাপন করা হলে জবাব ব্যতীরেকে মূল জিজ্ঞাসাপত্র ফেরত প্রদান করেন।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব অসহযোগিতামূলক। সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৯-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-১০-২০১৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র পাঠানো হয়েছে। পরবর্তীতে ১০-০৭-২০১৪খ্রিঃ তারিখ হতে ০৪-০৩-২০১৫খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২-১১-২০১৪খ্রিঃ তারিখ হতে ০৮-০৪-২০১৫খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা- সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ২৬৭,৯৯,২৯,৬৯২/- (টাকা দুইশত সাতষট্টি কোটি নিরানব্বই লক্ষ উনত্রিশ হাজার ছয়শত বিরানব্বই) টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-০৬।

শিরোনাম	ঃ	আমদানিকৃত/ক্রয়কৃত উপকরণ ক্রয় রেজিস্টারে এন্ট্রি না করে পণ্য উৎপাদনে আনায় ৭৬,৮৫,৬৫০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।
বিবরণ	ঃ	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ২টি কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট সার্কেলের ২০১২-২০১৩ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আমদানিকৃত/ক্রয়কৃত উপকরণ ক্রয় রেজিস্টারে এন্ট্রি না করে পণ্য উৎপাদনে আনায় ৭৬,৮৫,৬৫০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট ৬/১-৬/২ তে প্রদত্ত হলো।]
অনিয়মের কারণ	ঃ	মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা ১৯৯১ এর বিধি ২২ এবং ধারার ৯(১)(ঠ)এ বিধান মোতাবেক পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনস্থল বা সেবা প্রদানের স্থানে যথাযথভাবে ক্রয় রেজিস্টার সংরক্ষণ পূর্বক সংগৃহীত উপকরণসমূহ উক্ত রেজিষ্টারে এন্ট্রিপূর্বক পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার করতে হবে। • জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্থায়ী আদেশ নং- ১১/মূসক/২০০৬, তাং- ২১-৮-২০০৬খ্রিঃ অনুযায়ী আমাদানীকৃত কাঁচামাল সুনির্দিষ্ট পণ্য ব্যতীত অন্য কোনভাবে ব্যবহার করা যাবে না এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের জন্য আমদানীকৃত কাঁচামালের সাথে উৎপাদিত এবং সরবরাহকৃত পণ্যের পরিমাণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।
ফলাফল	ঃ	রাজস্ব ক্ষতি।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব স্বীকৃতিমূলক। কারণ আপত্তির বিবরণ অনুযায়ী আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক। সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৯-০৯-২০১৩খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-১০-২০১৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র পাঠানো হয়েছে। পরবর্তীতে ১০-০৭-২০১৪খ্রিঃ তারিখ হতে ০৪-০৩-২০১৫খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২-১১-২০১৪খ্রিঃ তারিখ হতে ০৮-০৪-২০১৫খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা- সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ৭৬,৮৫,৬৫০/-(টাকা ছিয়াত্তর লক্ষ পঁচাশি হাজার ছয়শত পঞ্চাশ) টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-০৭।

শিরোনাম	ঃ	**মূল্য ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত নয় এমন উপকরণের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করায় ২৩,১১,৭৯০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**
বিবরণ	ঃ	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ০২টি কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট সার্কেল কার্যালয়ের ২০১২-২০১৩ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মূল্য ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত নয় এমন উপকরণের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করায় ২৩,১১,৭৯০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট ৭/১-৭/২ তে দেয়া হলো।]
অনিয়মের কারণ	ঃ	মূল্য সংযোজন কর আইন-১৯৯১ এর ৯ এর ধারা-৫, উপধারা-২ মোতাবেক করযোগ্য পণ্য সরবরাহের পূর্বে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের উপর প্রদেয় মূসক ধার্যের লক্ষ্যে পণ্য উৎপাদন সম্পর্ক সহগ মূল্য ভিত্তি সর্ম্পকিত একটি ঘোষণা পত্র মূসক-১ প্রদান করা হয়। মূল্য ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত নয় এমন উপকরণের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু পরিশিষ্টে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহের পণ্যের করযোগ্য মূল্য ভিত্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন উপকরণের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
ফলাফল	ঃ	রাজস্ব ক্ষতি।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাবে টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে মর্মে বলা হলেও কোন অগ্রগতি পাওয়া যায়নি। কাজেই আপত্তির বিবরণ অনুযায়ী আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক। সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৯-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-১০-২০১৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র পাঠানো হয়েছে। পরবর্তীতে ১০-০৭-২০১৪খ্রিঃ তারিখ হতে ০৪-০৩-২০১৫খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২-১১-২০১৪খ্রিঃ তারিখ হতে ০৮-০৪-২০১৫খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা- সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ২৩,১১,৭৯০/- (টাকা তেইশ লক্ষ এগার হাজার সাতশত নব্বই) টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমাকরতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-০৮।

শিরোনাম	ঃ	ব্যান্ডরোল ব্যবহারে প্রাপ্যের অতিরিক্ত ব্যান্ডরোল অপচয় (১% এর স্থলে ২%) প্রদর্শন করায় ৪৪,২৩,৯১০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।
বিবরণ	ঃ	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট সার্কেল, কুষ্টিয়া (ভেড়ামারা), কুষ্টিয়া ২০১২-২০১৩ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে নাসির টোবাকো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (নিবন্ধন নং- ১৪১৬১০০৫৭২৫) এর দাখিল পত্র (মূসক-১৯) ক্রয় হিসাব পুস্তক (মূসক-১৬), বিক্রয় হিসাব পুস্তক (মূসক-১৭) এবং ব্যান্ডারেল ও স্ট্যাম্প ব্যবহার সংক্রান্ত প্রাপ্ত বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, ব্যান্ডরোল ব্যবহারে প্রাপ্যের অতিরিক্ত ব্যান্ডরোল অপচয় (১% এর স্থলে ২%) প্রদর্শন করায় ৪৪,২৩,৯১০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "০৮" তে দ্রষ্টব্য।]
অনিয়মের কারণ	ঃ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জারীকৃত এসআরও নং- ১৮২-আইন/২০১১/৬০৫-মূসক, তারিখ ঃ ০৯-০৬-২০১১খ্রিঃ এর মাধ্যমে বিড়ির উপর প্রদেয় কর আদায় ও বিড়ির প্যাকেটে ব্যান্ডরোল ব্যবহার পদ্ধতি বিধিমালা-২০১১ এর অনুচ্ছেদ ৫(৪) উপবিধি (৩) এর অধীন নষ্ট হওয়া ব্যান্ডরোলের সংখ্যা কোন ক্রমেই ১% এর অধিক হবে না। কিন্তু আলোচ্য প্রতিষ্ঠান ১% এর স্থলে ২% অপচয় প্রদর্শন করা হয়েছে। ফলে উক্ত ৪৪,২৩,৯১০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
ফলাফল	ঃ	রাজস্ব ক্ষতি।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে,প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে পরবর্তীতে জানানো হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কারণ আপত্তির বিবরণ অনুযায়ী আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক। সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৯-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-১০-২০১৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র পাঠানো হয়েছে। পরবর্তীতে ১০-০৭-২০১৪খ্রিঃ তারিখ হতে ০৪-০৩-২০১৫খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২-১১-২০১৪খ্রিঃ তারিখ হতে ০৮-০৪-২০১৫খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা- সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ৪৪,২৩,৯১০/- (টাকা চুয়াল্লি লক্ষ তের হাজার নয়শত দশ) টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-০৯।

শিরোনাম	ঃ	**সঠিক এইচ এস কোডে পণ্য শুল্কায়ন না করায় ৩২,০৬,৬৩০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**
বিবরণ	ঃ	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কাস্টম হাউস, বেনাপোল, যশোর কার্যালয়ের ২০১২-২০১৩ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সঠিক এইচ এস কোডে পণ্য শুল্কায়ন না করায় ৩২,০৬,৬৩০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট ০৯/১-০৯/৯ তে দেয়া হলো।]
অনিয়মের কারণ	ঃ	প্রিন্টিং ইঙ্কের মধ্যে Lacquer এর সঠিক এইচ এস কোড ৩২০৮.৯০.৯০ এর পরিবর্তে ৩২১৫.১৯.০০ তে শুল্কায়ন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে L. Lisine DL Methioine Kori এর সঠিক এইচ এস কোড ২৯২২.৪১.০০ এর পরিবর্তে ২৩০৯.৯০.০০ তে Amino Resin ৩৯০৯.১০.০০ এর পরিবর্তে ৩৯৯০.৩০.০০ তে শুল্কায়নযোগ্য। তাছাড়া এরকম অন্য পণ্যের উপর সঠিক এইচ এস কোডে পণ্য শুল্কায়ন না করে অন্য এইচ এস কোড ব্যবহার করে অধিক হারে শুল্ক করাদি থাকা সত্ত্বেও কম হারে শুল্ক করাদি আদায় করে পণ্য ছাড়করণের ফলে সরকারের ৩২,০৬,৬৩০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
ফলাফল	ঃ	রাজস্ব ক্ষতি।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে,আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের জন্য দাবীনামা জারী করা হয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব স্বীকৃতিমূলক। কারণ আপত্তির বিবরণ অনুযায়ী আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক। সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৯-০৯-২০১৩খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-১০-২০১৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র পাঠানো হয়েছে। পরবর্তীতে ১০-০৭-২০১৪খ্রিঃ তারিখ হতে ০৪-০৩-২০১৫খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২-১১-২০১৪খ্রিঃ তারিখ হতে ০৮-০৪-২০১৫খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা- সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ৩২,০৬,৬৩০/- (টাকা বত্রিশ লক্ষ ছয় হাজার ছয়শত ত্রিশ) টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-১২।

শিরোনাম	ঃ	সংবিধানের ১২৮ (১) ধারার ব্যত্যয় ঘটিয়ে ১১৩টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূল্য সংযোজন কর আদায়ের স্বপক্ষে রেকর্ডপত্র নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি।
বিবরণ	ঃ	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ১১টি কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট সার্কেলের ২০১২-২০১৩ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১১৩ টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূল্য সংযোজন কর বাবদ ৯৭,৪৮,২৮,৭৪৭/-টাকা সরকারী কোষাগারে জমার স্বপক্ষে রেকর্ডপত্র নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি । [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট ১২/১-১২/১১ তে দেয়া হলো।]
অনিয়মের কারণ	ঃ	১১টি কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট সার্কেল এর নিয়ন্ত্রণাধীন ১১৩টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৯৭,৪৮,২৮,৭৪৭/-টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়েছে। কিন্তু পরিশিষ্টে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রয় হিসাব (মূসক-১৬) বিক্রয় হিসাব (মূসক-১৭) চলতি হিসাব (মূসক-১৮) মাসিক দাখিল পত্র মূসক-১৯ এবং মূল্য ঘোষণাপত্র (মূসক-১) নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি। ফলে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদনের হিসাব রেয়াত গ্রহণের সঠিকতা, বিক্রয় হিসাবের সঠিকতা যাচাই করা সম্ভব হয় নি। রেকর্ডপত্র উপস্থাপন না করায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আপত্তিতে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে রাজস্ব আদায়ে অনিয়ম রয়েছে। উল্লেখ্য যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮ হতে ১৩২ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশনস) এমেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট ১৯৭৫ মোতবেক প্রজাতন্ত্রের সকল হিসাব পরীক্ষা করার ক্ষমতা প্রাপ্ত। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সংবিধানের উপরোক্ত আদেশকে উপেক্ষা করা হয়েছে।
ফলাফল	ঃ	সংবিধানের আদেশের লংঘন।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে,সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষ সহ সংসদীয় কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ যোগ্য। সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৯-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-১০-২০১৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র পাঠানো হয়েছে। পরবর্তীতে ১০-০৭-২০১৪খ্রিঃ তারিখ হতে ০৪-০৩-২০১৫খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২-১১-২০১৪খ্রিঃ তারিখ হতে ০৮-০৪-২০১৫খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা- সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষসহ সংসদীয় কমিটির সদয় দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-১৩।

শিরোনাম	ঃ	**মূসক এবং উৎসে মূসক কম আদায় করায় ১,১৬,৭৩,০২৩/-টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**
বিবরণ	ঃ	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ১১টি কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট সার্কেলের ২০১২-২০১৩ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মূসক/উৎসে মূসক কম আদায় করায় ১,১৬,৭৩,০২৩/-টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট ১৩/১-১৩/১১ তে দেয়া হলো।]
অনিয়মের কারণ	ঃ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত এসআরও নং-১৮২ আইন/২০১২/৬৪০ মূসক এর অনুচ্ছেদ ২ এর টেবিলের সেবার কোড S০০১.২০ এর স্থলে ৫% হারে এবং এসআরও নং-২০০/ টেবিলের আইন/২০১০/৫৪৯ মূসক, তারিখ ঃ ১০-০৬-২০১০ খ্রিঃ এর সেবার কোড S০০৫.১০ অনুযায়ী ৯% এর স্থলে ১৫% হারে মূসক কর্তনের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও কম হারে উৎসে মূসক/মূসক কম আদায়/কর্তন করায় উল্লেখিত টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ।
ফলাফল	ঃ	রাজস্ব ক্ষতি।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	স্থানীয় কার্যালয় কোন জবাব প্রদান করেনি। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, স্থানীয় কার্যালয় আপত্তির বিষয়বস্তু মেনে নিয়েছেন।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	আপত্তির বিবরণ অনুযায়ী আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক। সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৯-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-১০-২০১৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র পাঠানো হয়েছে। পরবর্তীতে ১০-০৭-২০১৪খ্রিঃ তারিখ হতে ০৪-০৩-২০১৫খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২-১১-২০১৪খ্রিঃ তারিখ হতে ০৮-০৪-২০১৫খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা- সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ১,১৬,৭৩,০২৩/-(টাকা এক কোটি ষোল লক্ষ তিয়াত্তর হাজার তেইশ) টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

তদারকি

অনুচ্ছেদ নং-১৪।

শিরোনাম	ঃ	০১ (এক) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং/ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার না করে ২,৫৬,২২,৪৩৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।
বিবরণ	ঃ	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ০৯টি কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট সার্কেল, কার্যালয়ের ২০১২-২০১৩ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ০১ (এক) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং/ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার না করে ২,৫৬,২২,৪৩৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট ১৪/১-১৪/৯ তে দেয়া হলো।]
অনিয়মের কারণ	ঃ	মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধি ১৯৯১ এর ধারা-৯(১)(ঢ) অনুযায়ী পণ্য বা সেবার উপকরণের ক্রয় মূল্য ১(এক) লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ হলে এবং উহার সমুদয় বা আংশিক ক্রয় মূল্য ব্যাংক বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যতিত পরিশোধ করা হলে সেক্ষেত্রে উক্ত ক্রয় মূল্যের উপর পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াত যোগ্য হবে না। এক্ষত্রে উপরোক্ত বিধি মোতাবেক ব্যাংক/ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পরিশোধ না করা সত্ত্বেও রেয়াত বাবদ ২,৫৬,২২,৪৩৯/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।
ফলাফল	ঃ	রাজস্ব ক্ষতি।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব স্বীকৃতিমূলক। কারণ আপত্তির বিবরণ অনুযায়ী আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক। সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৯-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-১০-২০১৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র পাঠানো হয়েছে। পরবর্তীতে ১০-০৭-২০১৪খ্রিঃ তারিখ হতে ০৪-০৩-২০১৫খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২-১১-২০১৪খ্রিঃ তারিখ হতে ০৮-০৪-২০১৫খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা- সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ২,৫৬,২২,৪৩৯/- (টাকা দুই কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ বাইশ হাজার চারশত উনচল্লিশ) টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

(আবুল কালাম আজাদ)
মহাপরিচালক

বাঃসঃমুঃ-২০১৭/২০১৮-৭৭৭৮কম/এ—৭৫০ বই, ২০১৮।